

ক. ভূমিকা:

৩ সাপের লড়াই (যাত্রাপুস্তক ৭:৮-১২)

- ঈশ্বর বলেছিলেন যে ইস্রায়েলের মুক্তি ছিল একটি যুদ্ধ, যা তিনি নিজে মিশরের দেবতাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১২:১২; গণনা ৩৩:৪)।
- ফরৌণ তার মুকুটে একটি সুন্দর কোবরা সাপ পরিধান করতেন, যা দেবী উদয়েত-এর প্রতীক ছিল—তার শক্তির পরিচায়ক। ঈশ্বর যখন মূসার লাঠিকে সাপে পরিণত করলেন, তখন তিনি সরাসরি এই দেবীকে চ্যালেঞ্জ জানালেন (যাত্রাপুস্তক ৭:১০)। প্রশ্ন ছিল: এই দেবী কি ফরৌণের রক্ষা করতে পারবে?
- শয়তান জাদুকরদের মাধ্যমে ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তির অনুকরণ করেছিল (যাত্রাপুস্তক ৭:১১), কিন্তু সে জীবন সৃষ্টি করতে পারে না; তার সাপগুলো কেবল দেখতে সাপের মতো ছিল। অথচ ঈশ্বর একটি জীবিত সাপ সৃষ্টি করলেন, যা অন্যদের গিলে ফেলতে সক্ষম ছিল (যাত্রাপুস্তক ৭:১২)।
- এর মাধ্যমে ঈশ্বর প্রমাণ করলেন যে মিশরের দেবতারা নয়, তিনিই সর্বশক্তিমান ও সর্বাধিক কর্তৃত্বের অধিকারী।

৩ একটি কঠোর হৃদয় (যাত্রাপুস্তক ৭:১৩)

- **যাত্রাপুস্তক** পুস্তকে ৯ বার বলা হয়েছে যে ঈশ্বর ফেরাউনের হৃদয় কঠোর করে দিলেন (৪:২১; ৭:৩; ৯:১২; ১০:১; ১০:২০; ১০:২৭; ১১:১০; ১৪:৪; ১৪:৮), এবং ৯ বার বলা হয়েছে ফরৌণ নিজে নিজের হৃদয় কঠোর করে ফেলেছিল (৭:১৩; ৭:১৪; ৭:২২; ৮:১৫; ৮:১৯; ৮:৩২; ৯:৭; ৯:৩৪; ৯:৩৫)।
- তাহলে, কে ফরৌণের হৃদয় কঠোর করেছিল?
- প্রথম পাঁচটি বিপত্তির পর স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ফরৌণ নিজে তার হৃদয় কঠোর করেছে—অর্থাৎ, সে ঈশ্বরের আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দিতে অস্বীকার করেছিল।
- ষষ্ঠ বিপত্তির পরে ঈশ্বর নিজে তার হৃদয় কঠোর করে দেন (যাত্রাপুস্তক ৯:১২)। তখন সে অনুশোচনার সীমা অতিক্রম করেছিল।
- সপ্তম বিপত্তিতে, সে আরেকটি সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু ফের সে নিজের হৃদয় কঠোর করে তোলে (যাত্রাপুস্তক ৯:৩৪-৩৫)।
- এরপরে তার পরিণতি নির্ধারিত হয়ে যায়। ঈশ্বর তার হৃদয় কঠোর করলেন কারণ সে অনুশোচনা না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল।

খ. বিপত্তিসমূহ:

৩ তিনটি হালকা বিপত্তি (যাত্রাপুস্তক ৭:১৪-৮:১৯)

- **প্রথম বিপত্তি (হালকা): জল রক্তে পরিণত।** প্রভাবিত দেবতা: হ্যাপি, নীলনদের দেবতা
✓ নীলনদ ছিল মিশরের প্রাণরসায়ন। কিন্তু জল তো ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন! জাদুকরেরা অনুকরণ করলেও তারা জল ফিরিয়ে আনতে পারেনি।
- **দ্বিতীয় বিপত্তি (হালকা): ব্যাঙ।** প্রভাবিত দেবতা: হেকেট, ব্যাঙের দেবতা
✓ জাদুকরেরা আবারও অনুকরণ করল, কিন্তু বিপদ রোধ করতে পারল না।
- **তৃতীয় বিপত্তি (হালকা): ছারপোকা/কুঁচকী।** প্রভাবিত দেবতা: গেব, পৃথিবীর দেবতা
✓ মাটির ধুলো থেকে জীবনের সৃষ্টি? এখন আর সন্দেহ ছিল না—"এটা ঈশ্বরের আঙুলের কাজ!" (যাত্রাপুস্তক ৮:১৯)। জাদুকরেরা নিশ্চুপ হয়ে গেল।

৩ তিনটি গুরুতর বিপত্তি (যাত্রাপুস্তক ৮:২০-৯:১২)

- **চতুর্থ বিপত্তি (গুরুতর): মাছি।** প্রভাবিত দেবতা: উআচিট, জলাভূমির দেবী
✓ এই প্রথম, ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের এই বিপত্তি থেকে রক্ষা করলেন। ফরৌণ আপোস করতে চাইলেও, সে তার প্রতিশ্রুতি রাখেনি।
- **পঞ্চম বিপত্তি (গুরুতর): গবাদিপশুর মৃত্যু।** প্রভাবিত দেবতা: খনুম, সৃষ্টির দেবতা
✓ অনেক দেবতার মাথা পশুর মতো, তাই এই বিপত্তি অনেক দেবতাকে অপমান করল।

- **ষষ্ঠ বিপত্তি (গুরুতর): ফোড়া ও ঘা।** প্রভাবিত দেবতা: সেখমেট, নিরাময়ের দেবী
✓ জাদুকরেরাও নিজেদের আরোগ্য করতে পারল না (যাত্রাপুস্তক ৯:১১)। ফরৌণ জানত বিপত্তির উৎস কে, তবুও ঈশ্বরের সামনে মাথা নত করল না। ফলে ঈশ্বর তাকে তার বিদ্রোহের পরিণতি ভোগ করতে দিলেন (যাত্রাপুস্তক ৯:১২)।
- ৩ **তিনটি ধ্বংসাত্মক বিপত্তি (যাত্রাপুস্তক ৯:১৩–১০:২৯)**
— **সপ্তম বিপত্তি (ধ্বংসাত্মক): শিলাবৃষ্টি।** প্রভাবিত দেবতা: নাট (আকাশের দেবী), শেথ (ঝড়ের দেবতা)
✓ মিশরীয়দের বিশ্বাসের পরীক্ষা হয়। যারা ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করেছিল, তারা প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল (যাত্রাপুস্তক ৯:২০)। ফরৌণ নিজের পাপ স্বীকার করলেও, তার অনুশোচনা ছিল ভান (যাত্রাপুস্তক ৯:২৭-৩০)।
- **অষ্টম বিপত্তি (ধ্বংসাত্মক): পঙ্কপাল।** প্রভাবিত দেবতা: নেপার, শস্যের দেবতা
✓ পুরো দেশ ধ্বংস হলে, মিশরীয়রাই ফরৌণকে ইস্রায়েলকে যেতে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল (যাত্রাপুস্তক ১০:৭)।
- **নবম বিপত্তি (ধ্বংসাত্মক): অন্ধকার।** প্রভাবিত দেবতা: রা, সূর্যদেব
✓ গোশেন বাদে, মিশরে তিনদিন ধরে চরম অন্ধকারে জীবন স্থবির হয়ে পড়ে। ঈশ্বর মানুষের চিন্তনের জন্য সময় দিলেন, কিন্তু ফেরাউন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হল।

প্রতি বিপর্যয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রমাণ করছিলেন যে, মিশরের দেবতারা নিজীব, কিন্তু তিনিই সত্যিকারের সৃষ্টিকর্তা ও সর্বক্ষমতাবান।